গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৪ শাখা
www.mofl.gov.bd

সুনীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি) বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মৎস্য অধিদপ্তর **মাস: ফেব্রুয়ারি, ২০২৪**

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
১	স্বল্প মেয়াদী	**সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণ ও মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ** • ড্যাটা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০	১৫.০২	বৈদেশিক	• ব্লু-ইকোনমির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ল্যান্ডবেইজড সার্ভের নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় দেশের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। • ল্যান্ডবেইজড জরিপ কাজের তথ্য সংগ্রহকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমগ্র উপকূলীয় জেলা এবং উপজেলার তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ○ সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প (SCMFP) থেকে উপকূলীয় ৪৫টি উপজেলায় তথ্য সংগ্রহের জন্য ২১২টি ল্যান্ডিং সাইট চিহ্নিত করা হয়েছে। ○ চিহ্নিত ল্যান্ডিং সাইটসমূহ হতে ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত ১৯৫ জন দৈনিক মজুরী ভিত্তিক ড্যাটা ইন্যুমারেটর নিয়োজন করা হয়েছে। ○ ড্যাটা ইন্যুমারেটরদের মাধ্যমে যান্ত্রিক ও আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান এবং জাল-সরঞ্জামের ইনভেনটরি করার জন্য KoBoToolbox Form তৈরি করা হয়েছে। ODK Collect মোবাইল application এর মাধ্যমে বর্ণিত ফরমে তথ্য সংগ্রহ চলমান রয়েছে। ○ অনলাইন ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মোবাইল ট্যাব ক্রয় করা হয়েছে।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
						○ Catch & Effort Monitoring System and Software (Design and Protocol Development) FAO এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। FAO এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ○ Catch & Effort Monitoring System and Software and Protocol Development কাজ প্রায় চূড়ান্ত। এ বিষয়ে আগস্ট ২০২২ এ ২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ○ Industrial Trawler এর Catch & Effort নির্ণয়ের জন্য e-logbook format তৈরি করা হয়েছে এবং Data collection পাইলটিং চলমান।	
		• তথ্য সংগ্রহকারীর দক্ষতা উন্নয়ন	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০	০.১৩৫	দেশী ও বৈদেশিক	○ SCMFP প্রকল্প থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় ১৯৫ জন ড্যাটা ইন্যুমারেটর এবং ৪৫ জন মেরিন ফিশারিজ অফিসারের ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ○ প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং প্রয়োজনীয় Software প্রণয়ন করা হয়েছে। ○ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৯৫ জন ড্যাটা ইনুমারেটর এবং ৮৫ জন মেরিন ফিশারিজ অফিসারকে ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ○ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৬০ জন ড্যাটা ইনুমারেটর, মেরিন ফিশারিজ অফিসার এবং ক্ষেত্র সহকারীকে ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	
		• বঙ্গোপসাগরে মাছের মজুদ নিরূপণে সার্ভে পরিচালনা	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০	১৮.৭২		○ বিগত ১৯ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করার পর মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৪৪ টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ড্যাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। ○ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত পরিচালিত ২৪ টি সার্ভে ক্রুজের	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
						জরিপের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ○ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে "আর ভি মীন সন্ধানী" কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে ১ টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে। ○ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ০৬ (ছয়) টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে। ○ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে গবেষণা জাহাজ আর ভি মীন সন্ধানী এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের ১০ টি ক্রুজ প্ল্যান (৩ টি পেলাজিক, ৩টি ডিমার্সাল, ৩ টি চিংড়ি জরিপ এবং ০১ টি ট্রায়াল) অনুমোদিত হয়েছে। ○ সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের অর্থায়নে আর ভী মীন সন্ধানী জরিপ জাহাজের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে অদ্যাবধী ১টি ট্রায়াল ক্রুজ (০১ জানু' ২০২২ খ্রি: থেকে ০৩ জানু' ২০২২ খ্রি:) এবং ৪ টি সার্ভে ক্রুজ (০৯ জানু' ২০২২ খ্রি: থেকে ১৫ জানু' ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত, ২১ জানু' ২০২২ খ্রি: থেকে ২৭ জানু' ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত, ১৩ ফেব্রু' ২০২২ খ্রি: থেকে ১৯ ফেব্রু' ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত এবং ২৫ ফেব্রু' ২০২২ খ্রি: থেকে ০৩ মার্চ' ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত, ০৮ মার্চ' ২০২২ খ্রি: থেকে ১৩ মার্চ' ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত, ২২ মার্চ' ২০২২ খ্রি: থেকে ২৮ মার্চ' ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত) সহ মোট ০৭ (পাচঁ) টি ক্রুজ সম্পন্ন হয়েছে। ○ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে গবেষণা জাহাজ আর ভি মীন সন্ধানী এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ১০ টি ক্রুজ প্ল্যান (০১ টি ট্রায়ালসহ) অনুমোদিত হয়েছে। ○ প্রকল্পের অর্থায়নে আরভী মীন সন্ধানী জরিপ জাহাজের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি ট্রায়াল ক্রুজ এবং ৫ টি সার্ভে ক্রুজ সম্পন্ন হয়েছে। ○ সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের অর্থায়নে আর ভী মীন সন্ধানী জরিপ জাহাজের মাধ্যমে ১৫ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি: থেকে ১৭ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত ১ টি ট্রায়াল ক্রুজ, ৩০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি: থেকে ৯ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত ১ টি সার্ভে	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
						ক্রুজ এবং ১৭ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: থেকে ২৬ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত ১ টি; ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি: থেকে ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত ১ টি এবং ২৩ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি: থেকে ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত ১ টি, ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত ১ টি মোট ৬ টি ক্রুজ সম্পন্ন হয়েছে। ○ আর ভী মীন সন্ধানী জরিপ জাহাজের দ্বিবার্ষিক (২০২০-২১) ডকিং সম্পন্ন হয়েছে। ○ বঙ্গোপসাগরে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতি সনাক্তকরণ করে তালিকা হালনাগাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ○ বঙ্গোপসাগরে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৎস্য প্রজাতির ছবি সম্বলিত একটি অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছে। ○ প্রকল্পে বিদেশী সংস্থার মাধ্যমে একুয়স্টিক সার্ভে পরিচালনার সংস্থান রয়েছে। FAO এর অর্থায়নে R.V. Dr. Fridtjof Nansen জাহাজের মাধ্যমে একুয়স্টিক সার্ভে পরিচালনা এবং অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে একুয়স্টিক সার্ভে কাজে নিয়োজিত দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানী ও এক্সপার্টদের ব্যায় এবং সার্ভে নমুনা বিশ্লেষণ ব্যয় নির্বাহ করার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। FAO এর মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	
				১৪.৫৯	বৈদেশিক	○ ২০১৮ সালে FAO এর সহায়তায় R.V. Dr. Fridtjof Nansen জাহাজের মাধ্যমে ১৫ দিনের পেলাজিক একুয়স্টিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। ○ আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ২০২৪ সালে সমুদ্রে আরও একটি একস্টিক (Acoustic) সার্ভে পরিচালনার জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO কে অনুরোধ করা হয়েছে। ○ R.V. Dr. Fridtjof Nansen দ্বারা ২০২৪ সালে বাংলাদেশের Exclusive Economic Zone (EEZ) এর পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজ পরিচালনা করার জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
						১২/০৩/২০২৩ তারিখ FAO কে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
		• সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণ	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০			০ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত পরিচালিত ২৪ টি সার্ভে ক্রুজের জরিপের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সার্ভের মাধ্যমে মোট ৪৫৭ প্রজাতির মৎস্য ও মৎস্য জাতীয় প্রাণী সনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে মাছ ৩৭৩ প্রজাতি, হাঙ্গর ও রে ২১ প্রজাতি, চিংড়ি ২৪ প্রজাতি, লবস্টার ০৩ প্রজাতি, কাঁকড়া ২১ প্রজাতি, স্কুইলা (মেন্টিস) ০১ প্রজাতি, স্কুইড ০৫ প্রজাতি, অক্টোপাস ০৪ প্রজাতি এবং কাঁটল ফিশ ০৫ প্রজাতির পাওয়া গেছে। ০ বঙ্গোপসাগরে আর ভী মীন জাহাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত জরিপে সকল প্রজাতি সনাক্তকরণ করে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণের কাজ চলছে।	
		• নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০			০ আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজের জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করে প্রজাতির বিস্তৃতি এবং বিচরণক্ষেত্র অনুসন্ধানের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ০ চলমান জরিপ প্রক্রিয়ার আরও কয়েক বছরের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।	
২		**সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ** • সামুদ্রিক মাছের অবাধ প্রজনন রক্ষার্থে মৌসুমি নিষেধাজ্ঞা প্রদান	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০			০ প্রতিবছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন সমুদ্রে সকল ধরণের মৎস্য ও চিংড়ি আহরণ নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ০ ২০২৩ সালে ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন সমুদ্রে সকল ধরণের মৎস্য ও চিংড়ি আহরণের নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ০ ইলিশের ভরা প্রজনন (Peak breeding) মৌসুমে প্রতি বছর ২২ (বাইশ) দিন ইলিশ মাছসহ সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।	
		• মেরিন রিজার্ভ ও এমপিএ ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০			০ ২০০০ সালে সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এলাকাকে "সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা" (Marine Reserve) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
						০ ২০১৯ তারিখ হাতিয়ার নিঝুম দ্বীপে ৩,১৮৮ বর্গকিলোমিটার "নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত" (Marine Reserve)/(MPA-Marine Protected Area) এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Management Plan) চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। ০ সেন্টমার্টিন সংলগ্ন ১,৭৪৩ বর্গ কি.মি. মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ৪ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছে। ০ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৭৩৪.১৭ বর্গ কি.মি. নাফ নদীর মোহনা ও তৎসংলগ্ন এলাকা 'মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া' এর খসড়া প্রস্তাবনার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর নিকট মতামত চাওয়া হয়েছে। ০ পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মতামত পাওয়া গেছে এবং উক্ত মতামতের আলোকে মৎস্য অধিদপ্তর হতে 'মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া' এর খসড়া প্রস্তাবনা সংশোধন করে প্রেরণ করা হয়েছে। মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া' ঘোষণা সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাবনা ভেটিং ও জারির জন্য সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা রয়েছে। ০ National Plan of Action for Conservation and Management of Sharks and Rays (NPOA-Sharks) in Bangladesh মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৮/১২/২০২৩ খ্রি: তারিখে অনুমোদন করা হয়েছে।	
		• পরিবেশ বান্ধব মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম চিহ্নিতকরণ ও প্রবর্তন	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০			০ উপকূলীয় এলাকায় বেহন্দি জালসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক জাল দ্বারা মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উপকূলীয় জেলাসমূহে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ০ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-১৯৮৩ এর আওতায় জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে (চিংড়ি জালের ক্ষেত্রে কডএন্ডে ৪৫ মি.মি., মেরিন সেট বেগ নেট ৩০ মি.মি. এবং ট্রল জালের ক্ষেত্রে ৬০ মি.মি.)।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
		বাণিজ্যিক ট্রলারের বার্ষিক মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০			○ "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট-১ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গত ১৪/১০/২০২১ তারিখ অনুমোদন করা হয়েছে। ○ "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট-১ ইন্ডাস্ট্রিয়াল" অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলারসমূহের total allowable effort নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। ○ বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট-২ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ○ বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট-৩ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।	
৩		**মাছের অবচয় হ্রাসরোধে আহরণোত্তর পরিচর্যা ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন** • মাছের অবচয় হ্রাসরোধে Safety Compliance এর উন্নয়ন	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০	২.০৭	দেশী ও বৈদেশিক	○ বাণিজ্যিক ট্রলার ও যান্ত্রিক নৌযান পরিদর্শনকালে মাছের আহরণোত্তর পরিচর্যার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ○ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে Post-harvest handling and preservation technique বিষয়ে উপকূলীয় উপজেলা মৎস্য দপ্তরের ৬০ জন মেরিন ফিশারিজ অফিসারকে ৩ ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ○ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৩ ব্যাচে ২৩২৫ জন সারেং এবং বোট মালিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ○ অনুমোদিত "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট-১ ইন্ডাস্ট্রিয়াল" এ মাছের অবচয় হ্রাসরোধে আহরণোত্তর পরিচর্যা ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এর সংস্থান রয়েছে। ○ "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট-২ আর্টিসানাল এর খসড়া এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা-২০২২ এ সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সংস্থান রয়েছে।	
		• মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০			○ ফ্রিজিং ট্রলারের মান উন্নয়নে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ○ সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারের ধৃত মৎস্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে SCMFP প্রকল্প হতে উদ্যোগ নেয়া হবে।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
৪		**Exclusive Economic Zone (EEZ) এবং Area Beyond National Jurisdiction (ABNJ) এর ২০০ মিটার গভীরতার উর্দ্ধে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ** • Long Line Fishing এ দক্ষ জনবল তৈরি • গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ • যুগোপযোগী ও চাহিদা মাফিক নতুন নতুন কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মৎস্য (Deep Sea Fishing) আহরণের প্রস্তাবকে উৎসাহিত করা				○ গত ০৬/০৩/২০১৮ ও ১৬/০৪/২০১৮ তারিখে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে ১০টি লং লাইনার এবং ০৭ টি পার্স সেইনার জাতীয় মৎস্য নৌযানের আমদানির অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠান আমাদানির কার্যক্রম শেষ করতে পারেনি। পরবর্তীতে ০১ মার্চ ২০২০ তারিখ Deep Sea Fisher Ltd. নামক প্রতিষ্ঠানকে ০৬ (ছয়) মাসের সময় দিয়ে ০২ (দুই) টি জাহাজ আমদানির অনুমতি দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ আমদানি না করায় ঐ জাহাজের অনুমতিপত্র বাতিল করা হয়। ○ ইনফিনিটি গ্রুপ এর ইনফিনিটি মেরিটাইম রিসোর্স এন্ড রোবটিক্স টেকনোলজি লিমিটেডকে ০৬/০৬/২০২১ তারিখে ১৬৩ ও ১৬৪ সংখ্যক স্মারকে ০৬ (ছয়) মাসের সময় দিয়ে একটি লং লাইনার ও একটি পার্সসেইনার মৎস্য নৌযান আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে। ○ ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণ করার লক্ষ্যে ৪ টি লং লাইনার প্রকৃতির জাহাজ এবং একটি সহায়তাকারী জাহাজের স্পেসিফিকেশন এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ○ বঙ্গোপসাগরের গভীর ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় পেলাজিক এবং টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে ০৫ (পাঁচ) টি লং লাইনার প্রকৃতির জাহাজ এবং ০১ (এক) টি সহায়তাকারী জাহাজের স্পেসিফিকেশন এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ○ গভীর সমুদ্রে টুনা এবং সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ○ এ প্রকল্পের আওতায় ০৩ (তিন) টি জলযান (ফিশিং ভেসেল) (ফিশিং গিয়ারসহ) ক্রয়ের নিমিত্ত Uni Marine Services Pte. Ltd., Singapore সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি অনুসারে আগামী ৩১/০৩/২০২৪ তারিখ ফিশিং ভেসেলসমূহ সরবরাহ করবে। ○ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং ০৭.০০.০০০০.১২০.০১৪.	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
						০২৯.১৭-২৫০; তাঃ ১২/০৩/২০২৩ খ্রি: অনুসারে উক্ত প্রকল্প অনুকূলে জলযান খাতে ৩ টি জলযান (ফিশিং ভেসেল) (ফিশিং গিয়ারসহ) এবং (সিডিভ্যাটসহ) ক্রয়ে অর্থ বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। o উক্ত সরবরাহকারীর অনুকূলে ০২ (দুই) টি জলযানের মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন হয়েছে। প্রকল্পের ১ম সংশোধনে ০৩ (তিন) টি জলযানের পরিবর্তে ০২ (দুই) টি জলযান ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। o টুনা আহরণে নিয়োজিত কারিগরী জনবল (ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক) নিয়োগের নিমিত্ত ০৩ টি (তিন) প্যাকেজের ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শকদের (০৩ জন স্কিপার, ০৩ জন ইঞ্জিনিয়ার ও ০১ জন স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট) সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, অবশিষ্ট ৮টি প্যাকেজে ৩৭ জন নিয়োগের প্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। o কারিগরি জনবলের নিয়োগের লক্ষ্যে মার্চ ২০২৪ মাসের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হবে। o ফিশিং ভেসেল প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাদের যোগদানপূর্বক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। o প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৫		**বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সদস্যভুক্তি** • Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এবং অন্যান্য Regional Fisheries Management Organizations	চলমান			o এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি. তে বাংলাদেশ Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর CPC পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। IOTC এর বিভিন্ন সভায় যোগদান করা হচ্ছে। o FAO এর সদস্য হিসেবে Asia Pacific Fisheries Commission (APFIC) এর সভায় নিয়মিত যোগদান করা হচ্ছে। o FAO এর সদস্য হিসেবে Committee on Fisheries এর সভায় নিয়মিত যোগদান করা হচ্ছে।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
		(RFMO)-তে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা					
		• Indian Ocean Rim Association (IORA) Bay of Bengal Programme Inter-Governmental Organization (BOBL-IGO) Bay of Bengal Large Marine Eco System (BOBLME) সদস্য গ্রহণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং নিয়মিত যোগাযোগ।				○ বাংলাদেশ Indian Ocean Rim Association (IORA) এবং Bay of Bengal Programme Inter-Governmental Organization (BOBL-IGO) এর সদস্য। ○ Bay of Bengal Large Marine Eco System (BOBLME) programm Phase-II শুরু হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ BOBLME এর সদস্য।	
১	মধ্য মেয়াদী	**Maximum Sustainable Yeild (MSY) এবং Maximum Economic Plan নির্ধারণ** • গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জাল চিহ্নিতকরণ এবং প্রবর্তনে গণসচেতনতা	২০২৫-২০৩০	৮.৫৫	বৈদেশিক	○ ২০১৬-২০১৯ সালের সার্ভে ক্রুজসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলারসমূহের Total Allowable Effort নির্ধারণ এবং সমুদ্রে মৎস্য আহরণে শৃঙ্খলা আনয়নে "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট-১ ইন্ডাস্ট্রিয়াল" গত ১৪/১০/২০২১ তারিখ অনুমোদন করা হয়েছে। ○ "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট-২ (আর্টিশানাল) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ○ "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট-৩ (এমসিএস) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
		সৃষ্টিকরণ। • অবৈধ জাল এর ব্যবহার পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ। • সমন্বিত (MSY) প্রবর্তনে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। • মৎস্য আহরণ কোটা ব্যবস্থার প্রচলন করা। • সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।					
২		**পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণ** • বাণিজ্যিক ট্রলারে ও মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স কার্যক্রম জোরদারকরণ	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৫			○ প্রতিবেদনাধীন মাসে ৩৩ টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মনিটরিং ও পরিদর্শন করা হয়। ৫৪টি বাণিজ্যিক ট্রলার মনিটরিং ও পরিদর্শন করা হয়। ○ প্রতিবেদনাধীন মাসে ৮০ টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মনিটরিং ও পরিদর্শন করা হয়। ৬১ টি বাণিজ্যিক ট্রলার মনিটরিং ও পরিদর্শন করা হয়। ○ প্রতিবেদনাধীন মাসে বাণিজ্যিক ট্রলারের অনুকূলে ২৩৯টি এবং ট্রায়াল ভিত্তিক ট্রলারের অনুকূলে ৬২টি টি সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র ইস্যু করা হয়। ২৮৭ টি বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণ ফি আদায় করা হয়। ○ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি ৫(২) মোতাবেক বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মোট ২৯,৩৫৮ টি মৎস্য নৌযানের (আর্টিসানাল) তালিকা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। ○ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি ৫(৭) মোতাবেক বর্ণিত নৌযানসমূহের তথ্যাদি অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। ○ এ কার্যক্রম এর জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরীতে FAO এর	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
						সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং সফটওয়্যার চূড়ান্ত হয়েছে। ○ সফটওয়্যারের কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ চলমান হয়েছে।	
		• এমসিএস (MCS) বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০	৮০.১০	দেশী ও বৈদেশিক	○ SCMFP প্রকল্পের আওতায় ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। ○ প্রকল্পের আওতায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ○ ১১টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট এর কৌশলগত অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। ○ SCMFP প্রকল্পের আওতায় ০৫ টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট নির্মাণের জন্য কৌশলগত অবস্থান চূড়ান্ত করে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। ○ SCMFP প্রকল্পের আওতায় ০৫ টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট নির্মাণের পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে।	
			জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০	৩২.৯১	দেশী ও বৈদেশিক	○ অনুমোদিত ডিপিপি-তে ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিলেন্স চেকপোস্টের জন্য ১৬টি পেট্রোল বোট ক্রয়ের সংস্থান আছে। ○ SCMFP প্রকল্প হতে উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। ○ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬টি পেট্রোল বোট ক্রয়ের নিমিত্ত নির্মাতা সংস্থার সাথে গত ২৮ জুলাই ২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ○ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রেট্রোল বোট এর বিকল্প Drawing and Specifications এর বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত কারিগরি কমিটির ৩টি সভা করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পেট্রোল বাট সরবরাহ করবে। উল্লেখ্য, প্রেট্রোল বোট সরবরাহের সময়সীমা ৩১/১২/২০২৪। ○ অবশিষ্ট ১০টি পেট্রোল বোট ক্রয় প্রক্রিয়া ডিপিপি সংশোধনের আলোকে শুরু করা হবে।	
			জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০	৫৯.৮৯	বৈদেশিক	○ ৮৫০০ GSM ডিভাইস এর মধ্যে ৮৫০০ টি GSM ডিভাইস ইনস্টল করা হয়েছে।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
						○ ৫ টি VMS সফটওয়্যার ফুল ফাংশনিং এর জন্য ইন্সটল এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ○ ১৫০০টি AIS সরবরাহের জন্য Time extension এর আবেদন করেছে।	
		• সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে সমন্বিত তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়ন	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর২০২০	০.১৮	দেশী ও বৈদেশিক	○ প্রকল্প হতে সংশ্লিষ্ট স্টেহোল্ডারদের কার্যকর অংশগ্রহণে সমন্বিত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার (JMC) সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। ○ জয়েন্ট মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠু পরিচালনার পক্ষে ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত ০৭/১২/২০২৩ তারিখে সমঝোত স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ○ চট্টগ্রামে জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার অবকাঠামোর খসড়া ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং অবকাঠানো নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।	
৩	মধ্য মেয়াদী	**Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) ফিশিং নিয়ন্ত্রণ** • রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্সিং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ • বিদেশী মৎস্য নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ • নিষিদ্ধকালীন সময়ে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ	টার্গেট: ২০২৮ বর্তমান: চলমান			○ SCMFP প্রকল্প হতে IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২৭৩ ব্যাচে ৬৮২৫ জন জেলে, মাঝি/নৌযান মালিককে ২ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০ ব্যাচে ৭৫০ জন জেলে, মাঝি/নৌযান মালিককে ২ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ○ FAO এর সহায়তায় "Support to countries to address Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing নামে Technical Cooperation Project (TCP) ডিসেম্বর ২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে এবং এ প্রকল্পের মাধ্যমে National Plan of Action (NPOA)- IUU Fishing বিগত ০২/০৫/২০২১ তারিখে চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
		গ্রহণ					
৪		**উপকূলীয় মৎস্যজীবী/জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন** • প্রশিক্ষণ বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি • মৎস্য আহরণে নিরাপত্তা বিধান ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ	২০২৪			○ SCMFP প্রকল্প হতে উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্যগ্রাম স্থাপন ও জেলেদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ○ ECOFish প্রকল্প হতে উপকূলীয় জেলেপল্লীতে জেলেদের প্রশিক্ষণ/ বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ○ ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে উপকূলীয় এলাকায় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ/ বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। ○ উক্ত প্রকল্প থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে AIGA (Aultarnative Income Generation Activity) বিতরণ ৮৩০। ○ দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পে উপকূলীয় এলাকায় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ/ বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সংস্থান রয়েছে। ○ দেশীয় প্রজাতির মাছ ও শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প' থেকে মিঠাপানিতে মুক্তা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০ টি মুক্তা চাষ প্রদর্শনী খামার থেকে সফলভাবে মুক্তা চাষ করা হয়েছে।	
৫		**সুন্দরবন অঞ্চলের জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ** • সুন্দরবন সংলগ্ন জলাশয়ে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর নার্সারি গ্রাউন্ড চিহ্নিত করে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ। • এ সকল কাজে প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ	২০২০-২০২৩			○ সুন্দরবন সংলগ্ন জলাশয়ে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী সংরক্ষণে আন্ত:মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
১	দীর্ঘ মেয়াদী	**আধুনিক সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ড্যাটাবেইজ তৈরী** • কর্মসূচী প্রণয়ন • প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি • পারস্পারিক সহযোগিতা	টার্গেট: ২০২৫-২০৩০ বর্তমান অবস্থা: চলমান			০ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ড্যাটাবেইজ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	
২		**মেরিকালচার ও কোস্টাল একোয়াকালচার সম্প্রসারণে সমন্বিত পরিকল্পনা (Spatial Planning) প্রণয়ন।** • মেরিকালচার ও কোস্টাল একোয়াকালচার সম্প্রসারণে সমন্বিত পরিকল্পনা (Spatial Planning) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর২০২০			০ অপ্রচলিত মৎস্য পণ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Indian Ocean Rim Association (IORA) এর আর্থিক সহায়তায় ওয়েস্টার কালচারের ওপর 'Introduction of Oyster (*Crassostrea spp.)* Culture in Bangladesh' পাইলট প্রকল্পটি (জানু' ২০১৭- মার্চ' ২০২০) সমাপ্ত হয়েছে। ০ ২০২১-২২ অর্থবছরে কক্সবাজার জেলার সদর, মহেশখালী, উখিয়া, টেকনাফ উপজেলায় মোট ০.৮০ হেক্টর আয়তনে লং লাইন পদ্ধতিতে মোট ১৫.৬০ মে: টন Sea weed চাষ হয়েছে। ০ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কক্সবাজার জেলা এবং দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলায় ১৭.৯০৫ মে. টন Seaweed চাষ হয়েছে। ০ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাগেরহাট জেলার মংলা, শরণখোলা, বরগুনা জেলার পাথরঘাটা, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া, ভোলা জেলার চরফ্যাশন, কক্সবাজার জেলার সদর, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, পেকুয়া, টেকনাফ, চকরিয়া, উখিয়া, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার সী উইড চাষ বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ০ সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টে এর আওতায় মেরিকালচার পাইলটিং ও বাণিজ্যিকরণের সংস্থান রয়েছে। ০ সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় মেরিকালচার প্রায়োগিক গবেষণা ও পাইলটিং এর নিমিত্ত বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/	
		• সামুদ্রিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ • সামুদ্রিক কেইজ কালচার সম্প্রসারণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ	২০২৫-২০৩০				

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
						সংস্থার অংশগ্রহণে Value addition/marketing, seaweed production & value addition, seabass hatchery, seabass production & live marketing, crab rearing in RAS বিষয়ক মোট ৩০টি গবেষণা কার্যক্রমের পাইলটিং চলমান রয়েছে। ○ ৩য় দফার ১৪টি বিস্তারিত গবেষণা প্রস্তাবনার গ্রান্ট বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ○ ৪র্থ দফায় গ্রান্ট উইন্ডো-১ এর আওতায় মেরিকালচার প্রায়োগিক গবেষণা ও পাইলটিং নিমিত্ত প্রাপ্ত ৪৯টি LoI (Letter of Interest) এর প্রাথমিক যাচাই-বাছাই চলমান। ○ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৫ টি জেলার (সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, গোপালগঞ্জ ও যশোর) মোট ৯০ টি চিংড়ি ক্লাস্টারে সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর গ্রান্ট উইন্ডো ৩ এর আওতায় উন্নত আধা নিবিড় পদ্ধতিতে জৈব নিরাপত্তা ও অধিক উৎপাদন হারের লক্ষ্যকে ঠিক রেখে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রায় ২২৫০ জন চিংড়ি চাষীকে ক্লাস্টার বদ্ধ করে এই চাষ পদ্ধতিতে সহায়তা হিসেবে প্রকল্প হতে মোট ৩৩.৩৯ কোটি টাকার গ্রান্ট অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৩৩.৩৯ কোটি টাকার সহায়তা বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ○ প্রস্তাব সমূহের বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য পুল গঠন করা হয়েছে।	
৩		**মেরিন মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেইলেন্সের উন্নয়ন।** • লাইসেন্সিং কার্যক্রম জোরদারকরণ • মেরিন পেট্রোলিংয়ের উন্নয়ন সাধন	২০২৫-২০৩০			○ কার্যক্রম চলমান	
৪		**মেরিন এবং কোস্টাল Spatial Plan প্রবর্তন** • লিমনোলজিক্যাল,	২০২৫-২০৩০			○ SCMFP প্রকল্প হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
		ইকোলজিকাল স্টাডির ভিত্তিতে ইকোসিস্টেম ভিত্তিক উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন। •মেরিকালচার এবং কোস্টাল অ্যাকুয়াকালচার এর সম্ভাব্য প্রজাতি চাষ প্রবর্তনে চাষপদ্ধতি, চাষের এলাকা ইত্যা দি সুনির্দিষ্টিকরণ।					

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট:

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
	স্বল্প-মেয়াদী						
১		বঙ্গোপসাগরে ৬৫দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময় যুক্তিযুক্তকরণে মাছ ও চিংড়ি প্রজাতির প্রজননকাল নির্ধারণে প্রজনন বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং প্রজননকাল নির্ধারণে গবেষণা।	২০১৮-২০২১	০.৪৫	দেশী	গবেষণায় এ যাবত ২৫ টি গ্রুপের ৩৬টি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ ও চিংড়ির প্রজননকাল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এ সকল মাছের সামগ্রিক মজুত ও Spawning potential Ratio (SPR) নির্ধারণ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	
২		হ্যাচারিতে ভেটকি বা কোরাল মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনে গবেষণা।	২০১৮-২০২১	০.৮০	দেশী	ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার হতে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ভেটকি মাছের পোনা সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে নার্সারী কার্যক্রম চলমানরয়েছে। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সুদীর্ঘ তিন বছর যাবত কক্সবাজারের আশেপাশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস হতে ভেটকি মাছের জুভেনাইল সংগ্রহ করে প্রথমে গবেষণা পুকুরে রেখে মাছগুলোকে সম্পুরক খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করার মাধ্যমে প্রায় গড়ে ৪-৫ কেজি ওজনের ব্রুড তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে এই সমস্ত মাছগুলোকে হ্যাচারীতে এনে কন্ডিসনিং করে হরমোন প্রয়োগের দ্বারা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনের সফলতা অর্জিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর ব্যাপী পর্যবেক্ষণে মে ও জুন মাসে অমাবস্যার ও পূর্ণিমা পরবর্তী ৩-৪ দিন মহেশখালী চ্যানেলের মোহনায় জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেটকী ও তাইল্যা মাছের সঠিক এলাকা সনাক্ত করতে সফল হয়েছিলেন।	
৩		হ্যাচারিতে সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি ও ওয়েস্টার ও কাঁকড়ার	২০১৮-২০২১	০.৩০	দেশী	বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও ওয়েস্টারের প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে সহায়ক উপাদান	

		প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক খাদ্য হিসেবে লাইভ ফিড চাষ গবেষণা।				হিসেবে লাইভ ফিড (মাইক্রো অ্যালগি) চাষ বিষয়ে ইনস্টিটিউটে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে গবেষণার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থানীয় ৫টি বানিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ফাইটোপ্লাংকটন (*Nannochloropsis oculata, Isocrysis galvana, Chaetoceros gracilis, Skeletonema costatum* ও *Tetraselmis suecica*) ও ১টি জুওপ্লাংকটন (*Brachionous rotundiformes)* প্রজাতি পৃথকীকরণ করে কালচারের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পৃথকীকৃত এসকল মাইক্রোঅ্যালজি চিংড়ি, কাঁকড়া ও ওয়েস্টারের লাইভ ফিড খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইনডোর ও আউটডোরে কালচার করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার ল্যাব হতে প্রায় ৩৫টি হ্যাচারীকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী লাইভ ফিড (মাইক্রো অ্যালগি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।	
	মধ্যম -মেয়াদী						
১		নির্বাচিত সীউইড প্রজাতির চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উৎপাদিত সীউইডের ব্যবহার গবেষণা।	২০১৯-২০২২	০.৮০	দেশী	ইনস্টিটিউট হতে ইতোমধ্যে ১৫৭ প্রজাতির সীউইড সনাক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে ২৭টি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন। সনাক্তকৃত সীউইডের মধ্যে ৬ প্রজাতির সীউইড এর চাষকৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত সীউইড চাষ কৌশল ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রজাতি সনাক্তকরণের উপর ইনস্টিটিউট থেকে Seaweed of Bangladesh Coast শীরোনামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে সীউইড প্রজাতি সনাক্তকরণ এবং টিস্যু কালচার করে চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়ে সম্প্রতি দুইটি প্রজাতি যথাক্রমে *Ulva lactuca* এবং *Hypnea sp.* এর টিস্যু কালচার গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে ইনস্টিটিউটে সীউইড হতে বিভিন্ন উপকারী bio-active উপাদান যেমন অ্যাগার, ফিউকয়ডান, অ্যালজিনেট এবং গ্যালিক অ্যাসিড সনাক্তকরণ করা হয়েছে।	উপকূলে সীউইড চাষে পরিবেশ অধিদপ্তর, বন ও পর্যটন বিভাগের অনুমোদন নিতে হয়। ফলে অনেকক্ষেত্রে সীউইড চাষ বাঁধাগ্রস্থ হয়। এ প্রেক্ষিতে আন্ত:দপ্তর/বিভাগের সমন্বয় প্রয়োজন।

২	মধ্যম - মেয়াদী	ভেটকী ও মুলেট মাছের মেরিকালচার (খাঁচায় চাষ) উন্নয়ন গবেষণা।	২০১৯-২০২৪	০.৮০	দেশী	প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত ভেটকি মাছ কক্সবাজার উপকূলের মহেশখালী চ্যানেলে ও পটুয়াখালীস্থ আন্ধারমানিক নদীতে খাঁচায় ভেটকীর জুভেনাইল রেখে মা মাছ তৈরীর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সীবাস/ভেটকী মাছের ডিম ও স্পার্ম স্ট্রিপিং এর মাধ্যমে অন বোর্ড নিষিক্ত করে হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। অপরদিকে, কক্সবাজারস্থ মহেশখালী চ্যানেলের খুরুশকুল এলাকায় খাঁচায় মুলেট মাছ মজুদ করে 'মা মুলেট' তৈরীর গবেষণা চলমান রয়েছে। মজুদকালীন সময়ে এসব মাছের গড় ওজন ছিলো ৩৫২ গ্রাম যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০৯ গ্রাম হয়েছে।	কক্সবাজার উপকূলে মেরিকালচার (খাঁচায় মাছ চাষ) এলাকায় অযাচিত নৌযান অনুপ্রবেশ করে। তাছাড়া সাগরে খাঁচায় মাছ চাষের সরঞ্জাম মাঝে মাঝে চুরি হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে উপকূলে মেরিকালচার এলাকায় নৌযানের অযাচিত অনুপ্রবেশ ও নিরাপত্তা জোরদারকরণে আন্তঃদপ্তর /বিভাগের সমন্বয় প্রয়োজন।
৩	মধ্যম - মেয়াদী	সামুদ্রিক ঝিনুক ও ওয়েস্টার প্রজাতির প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বিষয়ক গবেষণা।	২০১৯-২০২৪	১.৫০	দেশী	ইনস্টিটিউট হতে গবেষণার মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার নূনিয়ারছড়া, মহেশখালী ও সোনাদিয়া চ্যানেলে ওয়েষ্টার (*Saccostrea cucullata*) ও Green mussel (*Perna viridis*) এর স্প্যাট সংগ্রহের জন্য ভেলাতে প্লাস্টিকের বোতল স্থাপন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উপকূলের ইন্টারটাইডাল জোনের ৪০ মি. গভীরতা পর্যন্ত জলাশয়ের ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী (লবণাক্ততা ১৮-৩২ পিপিটি ও তাপমাত্রা ২২-৩৫ ডিগ্রি সে. এর নীচে) ওয়েষ্টার চাষের জন্য অনুকুল। নেটের ঝুলন্ত পদ্ধতিতে ওয়েষ্টার এর মাসিক দৈহিক বৃদ্ধি ১০.২ গ্রাম এবং বেঁচে থাকার হার ৯৫%। ঝুলন্ত দড়ি পদ্ধতিতে মাসিক দৈহিক বৃদ্ধি ১২.৪ গ্রাম (১-১.৫%) এবং বেঁচে থাকার হার ৮০%। ওয়েস্টার গোনাডের ছয়মাসের হিস্টোলজি স্টাডি করে প্রাথমিকভাবে সামুদ্রিক ঝিনুকের প্রজননের উপযুক্ত সময় জানুয়ারি-মে প্রতীয়মান হয়েছে।	কক্সবাজার উপকূলে সামুদ্রিক ঝিনুক ও ওয়েস্টার চাষ এলাকায় অযাচিত নৌযান অনুপ্রবেশ করে। তাছাড়া সাগরে স্প্যাট সংগ্রহের জন্য ভেলাতে প্লাস্টিকের বোতল স্থাপন করা হয় যা মাঝে মাঝে চুরি হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে কক্সবাজার উপকূলে মেরিকালচার এলাকায় নৌযানের অযাচিত অনুপ্রবেশ ও নিরাপত্তা জোরদারকরণে আন্তঃদপ্তর দপ্তর/বিভাগের সমন্বয় প্রয়োজন।
৪	মধ্যম - মেয়াদী	কাঁকড়া (শীলা কাঁকড়া, সাঁতারু কাঁকড়া ও রাজ কাঁকড়া) প্রজনন এবং নরম খোলস বিশিস্ট কাঁকড়া চাষ গবেষণা	২০১৯-২০২২	০.৮০	দেশী	ইনস্টিটিউটের হ্যাচারিতে শীলা কাঁকড়ার ও নীলসাতারু কাকঁড়ার পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও হ্যাচারীতে উৎপাদিত ক্রাবলেট এর নার্সারী ব্যবস্থাপনা কৌশল ও উদ্ভাবিত হয়েছে। নরম খোলস বিশিষ্ট কাঁকড়া চাষ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে কাঁকড়ার	

						বৃদ্ধি, বেঁচে থাকা ও খোলস পরিবর্তনের হার এবং উৎপাদনের জন্য অনুকুল লবণাক্ততা (১৫ পিপিটি), উপাঙ্গ অপসারণ (দেহের উভয় পাশের ওয়াকিং লেগ) এবং হ্যাচারীতে উৎপাদিত ও অভ্যস্তকরণ ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।	
৫	মধ্যম - মেয়াদী	বঙ্গোপসাগরে মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণের উৎস ও বিস্তৃতি নির্ণয় এবং মৎস্যসম্পদের ওপর প্রভাব নিরুপন গবেষণা।	২০১৯-২০২২	০.৩০	দেশী	সাগরের পরিবেশ রক্ষাসহ নিরাপদ মৎস্য আহরণের জন্য মাইক্রোপ্লাষ্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। গবেষণায় দেখা গেছে যে, কক্সবাজার উপকূল হতে ধৃত বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি যেমন ইলিশ, ছুরি, সামুদ্রিক কাচকি এবং নোনা ট্যাংরা মাছে মাইক্রোপ্লাস্টিক এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। সেই সাথে সুন্দরবন উপকুলের অতি গুরুত্বপূর্ণ দুইটি মৎস্য প্রজাতি যথা পারশে ও কাইন মাগুর মাছে মাইক্রোপ্লাস্টিক এর প্রাপ্যতা লক্ষনীয়। এছাড়াও বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূণ উপকুলীয় নদী, কর্নফুলীর মোহনায় পানি এবং তলানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক এর উপস্থিতি আশংকাজনকভাবে বেশি।	
	দীর্ঘ মেয়াদী						
১	দীর্ঘ মেয়াদী	সামুদ্রিক জলজসম্পদ তথা সীউইড, মাছ ও ওয়েস্টার হতে বিভিন্ন উপকারী bio-active উপাদান সনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ, পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে গবেষণা পরিচালনা।	২০২৪-২০৩০	-	দেশী	সামুদ্রিক জলজসম্পদ তথা সীউইড, মাছ ও ওয়েস্টার হতে বিভিন্ন উপকারী Bio-active উপাদান সনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ, পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে ইনস্টিটিউট হতে এ ধরনের গবেষণা চলতি বছর শুরু হয়েছে।	
২	দীর্ঘ মেয়াদী	▯ বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরুপণ ও নতুন মৎস্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ▯ Marine Protected Area বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা করা। ▯ দূষণ ও অতিআহরণ রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতায় সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা।	২০২৪-২০৩০	-	দেশী	বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের মজুদ ও SPR (Spawing Potential Ratio) নির্ধারণ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও ইনস্টিটিউট হতে নতুন মৎস্যক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও Marine Protected Area বাস্তবায়ন ও সুরক্ষাকরণ এবং দূষণ ও অতিআহরণ রোধের উদ্যোগ ও গবেষণা ভবিষ্যতে পরিচালনা করার পরিকল্পনা রয়েছে।	

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন:

ক্র. নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়ন কালে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস (দেশী/ বৈদেশিক)		
	স্বল্প-মেয়াদী						
১	উপকূলীয় অঞ্চলের সম্ভাব্য এলাকায় মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন।	(ক) অকশন শেড নির্মাণ; (খ) বরফকল নির্মাণ; (গ) মেশিন রুম নির্মাণ; (ঘ) ট্রাক পার্কিং এরিয়া; (ঙ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ;	২০১৯-২০ থেকে ২০২০-২১	৫৯.৭০	দেশী	**(বাস্তবায়িত)** • পটুয়াখালী জেলার মহিপুর ও আলিপুর • পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাট এবং • লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি মোট ০৪টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ।	
	মধ্যম মেয়াদী						
১	বিএফডিসি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন।	ক) কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম, প্রবিধানমালা যুগপোযোগী করা; খ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের (দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে) দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা; গ) মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা/বিধিমালা প্রণয়ন করা।	২০১৯-২০ থেকে ২০২০-২১	-	-	ক) ১৪০ টি পদ বিলুপ্তি ও ২৮টি পদ সৃজনের নিমিত্ত জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সচিব কমিটির সম্মতি গ্রহণ করা হয়। অতপর: এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এ বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ জারি করা হয়। কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভা হয়। উক্ত সভায় কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। খ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গ) মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	
২	কক্সবাজার জেলায় শুটকী	ক) ২৫০০ বর্গমিটার আয়তনের অবতরণ শেড নির্মাণ; খ) ১৮৬০ বর্গমিটার আয়তনের ৪ তলাবিশিষ্ট ল্যাব,	২০২১-২২ থেকে	১৯৮.৭৯	দেশী	• ব্রেস্ট ফিডিং রুমসহ রেস্ট রুম, অবতরণ	

	প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন।	অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী নির্মাণ; গ) ১০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন কোল্ড স্টোরেজ (৪ চেম্বার বিশিষ্ট) নির্মাণ; ঘ) ০২টি ওয়েব্রীজ এবং ০৩টি পন্টুন গ্যাংওয়ে তৈরী করা; ঙ) ৩৫০টি গ্রীণ হাউজ মেকানিক্যাল ড্রায়ার এবং ৩০টি মেকানিক্যাল ড্রায়ার স্থাপন; চ) ৩৬টি শুটকী বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ; ছ) ১০টি টয়লেট জোন নির্মাণ; জ) ইটিপি, এসটিপি ও ডাব্লিউটিপি নির্মাণ; ঝ) ০৩টি জেনারেটরসহ ০১টি বৈদ্যুতিক সাবষ্টেশন স্থাপন করা; ঞ) ০৩টি আরসিসি জেটি নির্মাণ করা।	২০২৫-২৬			শেড, গ্রীণহাউজ মেকানিক্যাল ড্রায়ার ক্রয়, ল্যাব, অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী, সেমিপাকা স্টোর ও অফিস ঘর, কেন্দ্রীয় স্টোর ও গ্যারেজ, মেকানিক্যাল ড্রায়ারের জন্য শেড নির্মাণ, প্যাকেজিং ভবন, মাছ প্রক্রিয়াকরণ ইকুইপমেন্ট ক্রয়, ইটিপি (৩৬০ ঘন.মি./দিন) এবং এসটিপি ৪৮০ ঘনমি./দিন) এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। • জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ মেয়াদে ২২৮৪০.০০ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৭/১২/২০২৩ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর জিও জারি করা হয়।	
৩	দ্বি-চ্যানেলবিশিষ্ট স্লিপওয়েসহ পূর্ণাঙ্গ ডকইয়ার্ড নির্মাণ মোংলা, বাগেরহাট।	(ক) দ্বি-চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ; (খ) স্লিপওয়ে এবং নদীর তীর সংলগ্ন রিটেইনিং প্রাচীর নির্মাণ; (গ) ডলফিন জেটি নির্মাণ; (ঘ) ক্রাডল/ট্রলি নির্মাণ; (ঙ) ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয়; (চ) কফার ড্যাম নির্মাণ; (ছ) সাব-স্টেশন নির্মাণ; (জ) লেদ মেশিন ক্রয়; (ঝ) উইঞ্চ হাউজ নির্মাণ ও উইঞ্চ মেশিন ক্রয়; (ঞ) ক্যাপস্টন ও বোলার্ড নির্মাণ; (ট) এয়ারলেস স্প্রে পেইন্টিং সেট ক্রয় ইত্যাদি।	২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬	৭১.৩০	দেশী	সম্ভাব্যতা যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলামান রয়েছে।	
৪	গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণ	গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ ধরার জন্য কর্পোরেশনের বর্তমান ট্রলার বহরের সাথে কয়েকটি ডিপ সি ফিশিং ট্রলার সংযোগ করা। এ লক্ষ্যে- ক) ০৩টি ডিপ সি ফি ৩.শিং ট্রলার ক্রয়;	২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬	-	-	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখের সভায় **'গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বিবেচনায় আরও বৃহৎ কলেবর/পরিসরে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে**	

	ও চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর আধুনিকায়ন।	খ) ০১টি মাদার ভেসেল ক্রয়; গ) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম; ঘ) কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন; ঙ) Can Based প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপন; চ) Liquid Ice System স্থাপন ইত্যাদি। ছ) বিদ্যমান বেসিনটি ড্রেজিংকরণ ও আধুনিকায়ন; জ) মেইনটেনেন্স ড্রেজার ক্রয়; ঝ) অকশন শেড আধুনিকায়ন; ঞ) বিদ্যমান মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা আধুনিকায়ন; ট) ড্রেনেজ সিস্টেম আধুনিকায়ন; ঠ) ETP, STP ও WTP স্থাপন; ড) মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ; ঢ) আবাসিক ভবন নির্মাণ; ণ) মিনি ফিশ মিল স্থাপন; ত) অফিস ভবন নির্মাণ; থ) ওয়ার্কসপ আধুনিকায়ন।				**বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি খাতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে'** মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে "গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচায়ের জন্য IIFC কে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্মতি জ্ঞাপন করে ৯,৮৬.০০ লক্ষ টাকার আর্থিক প্রাক্কলনসহ একটি প্রস্তাব প্রেরণ করে। পরবর্তিতে গত ১৪/০১/২০২৪ তারিখে আর্থিক প্রাক্কলন সংশোধনপূর্বক পুনরায় ১৬৭৪.৬৫ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন প্রেরণ করেন। উক্ত আর্থিক প্রাক্কলন যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
৫	বিদ্যমান মৎস্য অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন (কক্সবাজার, খুলনা, পাথরঘাটা)	ক) নতুন অবতরণ শেড নির্মাণ; খ) আড়ৎঘর ভবন আধুনিকায়ন; গ) নতুন আবাসিক ভবন ও অফিস ভবন নির্মাণ; ঘ) নতুন পন্টুন গ্যাংওয়ে নির্মাণ; ঙ) ড্রেনেজ কাঠামো আধুনিকায়ন; চ) কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন;	২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬	-	-	কর্পোরেশনের আওতাধীন মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, বামউক, কক্সবাজার কেন্দ্রটি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী জাইকার সহযোগিতায় প্রস্তাবিত 'Improvement of Fish Landing Center of Bangladesh Fisheries Development Corporation in Cox's Bazar District' শীর্ষক প্রকল্পের জিওবি অংশের ৫৪.৪০ কোটি টাকা সম্পূর্ণ ঋণে বাস্তবায়নের শর্তে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সম্মতি প্রকাশ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের ওপর গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে PPS (Project Processing Appraisal and	

						management system) এর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
৬।	চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ইউনিটে নতুন সুবিধাদি সৃষ্টি।	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করা হবে: ক) বিদ্যমান বেসিন খনন; খ) বৈদ্যুতিক সাব ষ্টেশন স্থাপন; গ) ETP ও WTP স্থাপন: ঘ) অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সংযোজন; ঙ) গভীর নলকূপ স্থাপন; চ) আধুনিক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন;	২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬	-	-	-বেসিন খনন কার্যক্রম সম্পান্ন করা হয়েছে যা অচিরেই কর্পোরেশন কর্তৃক বুঝে নেয়া হবে; -অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুতই শুরু করা হবে;	
৭	উপকূলীয় অঞ্চলের সম্ভাব্য এলাকায় মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন।	(ক) ভূমি অধিগ্রহণ (খ) অকশন শেড নির্মাণ (গ)) প্যাকিং শেড এবং আড়ৎঘর নির্মাণ (ঘ) মেশিন রুম নির্মাণ (ঙ) অফিস ভবন কাম ডরমেটরি নির্মাণ (চ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (ছ) ট্রাক পার্কিং এরিয়া (জ)কোল্ড এবং আইস স্টোরেজ বিল্ডিং নির্মাণ (ঝ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (ঞ) পন্টুন/জেটি/গ্যাংওয়ে নির্মাণ (ট) প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপন	২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬	-	-	সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
	দীর্ঘ মেয়াদী						
১	চট্টগ্রাম, খুলনা, পায়রা সমুদ্র বন্দরের নিকটবর্তী এলাকায় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপন করা।	ক) সামুদ্রিক মাছের শুটকী পল্লী স্থাপন করা; খ) মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করা; গ) বরফকল স্থাপন করা; ঘ) মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা; ঙ) ফিশ মিল প্ল্যান্ট ও প্যাকেজিং ফ্যাক্টরী স্থাপন; চ) ইটিপি, এসটিপি ও ডব্লিউটিপি স্থাপন।	২০২৬-২৭ থেকে ২০৪৮-৪৯	-	-	অদ্যাবধি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই।	

২	চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ইউনিটে নতুন সুবিধাদি সৃষ্টি।	ক) মাল্টি-চ্যানেল স্লিপওয়েতে ৩য় চ্যানেল তৈরি করা; খ) মাল্টি-চ্যানেল স্লিপওয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ কারখানা স্থাপন; গ) ফিশ ফিড কারখানা তৈরি করা; ঘ) টুনা ফিশের জন্য ক্যান বেসড প্রসেসিং ফ্যাক্টরী তৈরি করা।	২০২৬-২৭ থেকে ২০৪৮-৪৯	-	-	অদ্যাবধি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই।	
৩	উপকূলীয় অঞ্চলের সম্ভাব্য এলাকায় মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন।	(ক) ভূমি অধিগ্রহণ (খ) অকশন শেড নির্মাণ (গ)) প্যাকিং শেড এবং আড়ৎঘর নির্মাণ (ঘ) মেশিন রুম নির্মাণ (ঙ) অফিস ভবন কাম ডরমেটরি নির্মাণ (চ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (ছ) ট্রাক পার্কিং এরিয়া (জ) কোল্ড এবং আইস স্টোরেজ বিল্ডিং নির্মাণ (ঝ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (ঞ) পন্টুন/জেটি/গ্যাংওয়ে নির্মাণ (ট) প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপন	২০২৬-২৭ থেকে ২০৪৮-৪৯	-	-	অদ্যাবধি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই।	

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি:

ক্র: নং	পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ)	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ (যদি থাকে)
				পরিমান (কোটি টাকা)	উৎস্য (দেশী/ বৈদেশিক)		
স্বল্প-মেয়াদী							
১	সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক বিষয়াবলী কোর্স কারিকুলামের অন্তর্ভূক্তকরণ এবং নিয়মিত ক্লাসের বাইরে এ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপের আয়োজন করা, বিদেশে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ।	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩	রাজস্ব বাজেট	রাজস্ব বাজেট	• ০৪ বছর বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ কোর্স কারিকুলামের ৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টারে Integrated Coastal Management (ICM) ও Marine Fisheries Management; ৪র্থ বর্ষ ১ম সেমিস্টারে Fisheries Research and Extension (Field Work); ৪র্থ বর্ষ ২য় সেমিস্টারে Marine Resources Economics অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। • ১৭-০৮-২০২১; ৩১-৮-২০২১; ১৮-০৯-২০২১; ০২-১২-২০২১; ১৪-০২-২০২২; ১৭-০২-২০২২; তারিখসমূহে একাডেমির ক্যাডেট ও প্রশিক্ষদের সমন্বয়ে সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।	-
২	দক্ষ জনবল তৈরি	• সিমুলেটর স্থাপন • প্রশিক্ষক নিয়োগ • SOLAS বিষয়ে সমুদ্রে মৎস্য নৌযানে গমনকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ • বিদেশে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ	জুলাই-২০২ থেকে জুন ২০২৬	৩৫০.০০ (প্রায়	জিওবি/ রাজস্ব বাজেট	• অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিমুলেটর স্থাপন প্রকল্পের আংশিক উন্নয়ন কাজ সাসটেননেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক করা হবে। • প্রশিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একাডেমির নতুন পদ সৃজনের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	-
মধ্যম-মেয়াদী							
১	একাডেমির জনবলের উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নতকরণ	১। সমন্বিত দক্ষতা উন্নয়নের পরিকল্পনা ২। প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো স্থাপন এবং যন্ত্রপাতি ও	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬	প্রকল্প/রাজস্ব	-	• একাডেমির ক্যাডেটদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী হতে GMDSS এবং Navigational Equipments সংগ্রহ করা হয়েছে (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর পত্র নং-	-

		উপকরণ সংগ্রহ করা।				০৬.০০.০০০০.০০২.০৬৯(নেভী).০০৫.২১ /২০১৯, তারিখঃ ০৮ নভেম্বর ২০২১। • এছাড়াও ভৌত অবকাঠামো উন্নতকরণের নিমিত্ত একাডেমির ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন।	
২	সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণের জন্য একাডেমিতে পৃথক ইউনিট সৃষ্টি	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬	প্রকল্প/রাজস্ব/ নিয়োগ	-	সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে Basic Safety Training প্রদানের নিমিত্ত কোর্স মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। গত ২০ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমির গভর্নিং বডির ৪র্থ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত কোর্স মডিউল এর হালনাগাদ কাজ চলমান রয়েছে। ভৌত অবকাঠামোসহ পৃথক ইউনিট সৃষ্টির নিমিত্ত একাডেমির ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন।	-
দীর্ঘ মেয়াদী							
১	নিয়মিত প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মেরিটাইম বিষয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।	প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স/স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদানের মাধ্যমে মেরিটাইম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জনবল তৈরি	একাডেমির নিয়মিত কার্যক্রম	রাজস্ব বাজেট	-	গত ০১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ একাডেমির ৪২তম ব্যাচে মোট ১৩৮জন ক্যাডেটের প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে।	-

এইচ. এম. খালিদ ইফতেখার
উপসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার